



বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স

সূত্র নং : ডিসিপি(পিআর) ১/২০২১-১১/০৪

তারিখ : ১৮/১১/২০২১

প্রধান বার্তা সম্পাদক,
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া
ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় পাঁচটি সরকারি ব্যাংকে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম/প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি
বিষয়ে কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য

বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় পাঁচটি সরকারি ব্যাংকে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম/প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি বিষয়ে সম্প্রতি কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় (বি এস সি এস)র আওতায় গত ০৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ৫টি ব্যাংকের ‘অফিসার (ক্যাশ)’ পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ছিল আহুছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এ প্রেক্ষিতে বি এস সি এস কর্তৃক উক্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আহুছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বিএসসিএস’র আরো দু’টি পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকায় তা ইতোমধ্যে স্থগিত করা হয়েছে এবং আহুছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরীক্ষা পরিচালনার সুযোগ না দেয়ার জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের সাথে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অধিকতর তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রশ্ন ফাঁসের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ‘সিসিটিডি অপারেটর’ পদে গত ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ায় প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক জনাব আবদুল্লাহ আল মাবুদ এবং মো: আলমাস আলীকে ১৩ জুন ২০২১ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং অভিযোগের সার্বিক বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। এজাতীয় সেবা ক্রয়ের/গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল বিধি-বিধান স্বচ্ছতার সাথে পরিপালন নিশ্চিত করেই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আহুছানউল্লা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেয়ার ব্যাপারে পত্রিকায় যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। অপরদিকে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় (বি এস সি এস) শুধুমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এবং ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় (বি এস সি এস) দু’টি আলাদা প্রশাসনিক ইউনিট যা দু’জন ভিন্ন ভিন্ন ডেপুটি গভর্নরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে তাঁরা আলাদাভাবে কাজ করেন। তাই এ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একে অপরের কাজে প্রভাবিত করার কোনো অখতিয়ার বা সুযোগ নেই। সুতরাং এ বিষয়ে পত্রিকায় যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা-ও সঠিক নয়।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি এবং বহিঃক্ষেত্রে বদলির জন্য স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বিধি বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান মোতাবেক কেন্দ্র জ্যেষ্ঠতা/আবেদনের ভিত্তিতে একজন কর্মকর্তাকে সাধারণত দুই বছরের জন্য বহিঃক্ষেত্রে বদলি/বহাল করা হয়। সুতরাং ব্যাংকের বহিঃক্ষেত্রে পোস্টিং/বহালের বিষয়টি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং বাংলাদেশ ব্যাংক সৃষ্টিলাভ থেকে এটি একটি দাপ্তরিক রুটিন ওয়ার্ক। তবে, প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মকর্তার বিশেষ দক্ষতাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে যে কোনো সময় যে কোনো প্রজেক্ট/ বিশেষ কাজে পদায়ন/ সংযুক্ত করতে পারে।

পঞ্চমতঃ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স (RMG) ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইনভেস্টমেন্ট কমিটি (আইসি)-র মাধ্যমে। অপারেশনাল বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল ম্যানুয়ালের নির্দেশনার আলোকে। রিজার্ভের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম দৈনিক ভিত্তিতে অডিটও হয়ে থাকে। ফলে, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে কোনো একক বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। একইভাবে রিজার্ভের বিনিয়োগ থেকে কারো পক্ষে ব্যক্তিগত কোনো অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করারও সুযোগ নেই। উল্লিখিত নিয়মনীতি ও গাইডলাইন্স এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষতা এবং সফলতার সাথে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে। রিজার্ভ হতে বিনিয়োগকৃত সকল অর্থই মুনাফাসহ সঠিক সময়ে আদায় হয়েছে এবং হচ্ছে। বিনিয়োগকৃত আসল বা সুদ যথাসময়ে আদায় বা ফেরত না পাওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে অদ্যাবধি ঘটেনি। তাই এ বিষয়ে পত্রিকায় যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাও বহুনিষ্ঠ এবং সঠিক নয়।

ষষ্ঠতঃ প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত জালিয়াতির বিষয়ে সম্প্রতি কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনেকাংশেই তথ্যভিত্তিক, বহুনিষ্ঠ এবং সঠিক নয়। প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িতদের সনাক্ত করার ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারেও বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক রয়েছে। নাম উল্লেখ না করে একজন ডেপুটি গভর্নরের বিরুদ্ধে যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। উক্ত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র থেকে যাচাই করে নেয়ার সুযোগ ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বচ্ছতা বিধানে সর্বদাই যত্নশীল বলেই প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে। অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা দেশের সুনাম ও ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে যা জাতীয় স্বার্থে কখনও কাম্য নয়।

ব্যাংকিং ও জনস্বার্থে জরুরি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য বিশেষ অনুরোধ রইলো।

ধন্যবাদান্তে,

জী. এম. আবুল কালাম আজাদ

মহাব্যবস্থাপক (সহকারী মুখপাত্র, বাংলাদেশ ব্যাংক)

ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

Mobile: 01676659986; Phone: 9530141(Direct) IP: 20077

E-mail: abul.kalam@bb.org.bd